আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

সংখ্যা: ২৮ | জুলাই ২য় সপ্তাহ, ২০২০ঈসায়ী

সূচী

ফিলিস্তিনি মুসলমানদের গ্রাম দখল করার পায়তারা সন্ত্রাসী ইহুদিদের, চলছে কৃষি জমি ধ্বংসের ঘৃন্য ষড়যন্ত্র ০১

কাশ্মীরে মালাউনদের গুলিতে মারা গেলেন এক নিরপরাধ বৃদ্ধ মুসলিম, চলছে শোকের মাতম ০২

নিউজিল্যান্ডের মুসলিমরদের বাঁচানোর চেষ্টা করেনি পুলিশ, হেনস্থার শিকার স্কার্ফ পড়া মুসলিম নারীরা ০২

ভারতে মুসলিম নিধনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত, ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটক করা হলো মুসলিম এক্টিভিস্টকে ০৩

থামছেই না ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসীদের অন্যায় হত্যা, চাঁপাইনবাবগঞ্জে খুন হলো আরেক মুসলিম ০৩

হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করলো বেলজিয়ামের কুফরি আদালত, হাজার হাজার মুসলিমদের ক্ষোভ প্রকাশ ০৪

পাকিস্তানে উম্মাহর প্রতি তেহরিকে তালিবান মুজাহিদগণের বিশেষ বার্তা, ঐক্যবদ্ধ হলেন মুজাহিদগণ ০৪

শামে কুফফারদের অভ্যন্তরে হামলা বৃদ্ধি মুজাহিদগণের, গুপ্ত হামলায় মারা গেলো বাশার আল আসাদের ঘনিষ্ঠ সহচর ০৫

খোরাসানে মুজাহিদদের আক্রমণে হতাহত ১৮৭ মুরতাদ, ৩ টি সামরিক ঘাটি ও ১৪ টি চেকপোস্ট দখলে নিলেন তালিবানগণ ০৬

আফ্রিকায় কুফফারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত আল কায়েদা মুজাহিদদের তীব্র হামলা, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার আল্লাহর শত্রুরা ০৬

ফিলিস্তিন

ফিলিস্তিনি মুসলমানদের গ্রাম দখল করার পায়তারা সন্ত্রাসী ইহুদিদের, চলছে কৃষি জমি ধ্বংসের ঘৃন্য ষড়যন্ত্র

সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের উপর ইহুদী সন্ত্রাসীদের অন্যায় চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। অন্যায়ভাবে গ্রাম দখল করাসহ মুসলিমদের কৃষিজমি পর্যন্ত ধবংস করে দিচ্ছে ইসরাইল সরকার। আর মুসলিমদের গ্রেফতার ও শারীরিক নির্যাতন তো আছেই। তারই ধারাবাহিকতায় এবার ফিলিস্তিনের পশ্চিমতীরস্থ রামাল্লাহ শহরে অনুপ্রবেশ করে শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের ধরে নিয়ে গেছে ইহুদীবাদী সন্ত্রাসীরা। জানা যায় গত বৃহস্পতিবার ভোরে ফিলিস্তিনের রামাল্লায় এই ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনি প্রিজনার সোসাইটির (পিপিএস) বরাতে সংবাদমাধ্যম ডাব্লিউএএফএ-র খবরে বলা হয়, ওইদিন ভোরে ইহুদিবাদী ইসরাইলের সেনাদের বিশাল একটি দল রামাল্লা নগরীতে অনুপ্রবেশ করে মূল শহরের আশপাশের এলাকাগুলোতে ধরপাকড় শুরু করে দেয়। এসময় তারা রুবা আ'সী নামী একজন মুসলিম নারীকেও আটক করে নিয়ে যায়। অন্যদিকে নিজেদের চলাচলের জন্য সড়ক নির্মাণ করতে বুলডোজার দিয়ে ফিলিস্তিনিদের কৃষি জমি ধ্বংস করে দিচ্ছে ইহুদীরা। সোমবার (৬জুলাই) ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের নাবলাস অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত হুওয়ারা শহরে ঘটে এমন ঘটনা।

উত্তর পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনা পর্যবেক্ষণকারী ঘাসসান দাঘলাস সংবাদ সংস্থা ডাব্লিউএএফএ-কে জানিয়েছে, নিজেদের নাগরিকদের চলাচলের জন্য রাস্তা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ইসরাইলের কয়েকটি বুলডোজার ফিলিস্তিনের কৃষি জমির উপর দিয়ে চলে যায়। তারা ফসলি জমি ধ্বংস করার পাশাপাশি ফিলিস্তিনি কৃষকদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। এসময় নিজেদের ভূমি ধ্বংসের প্রতিবাদ করায় ফিলিস্তিনিদের লক্ষ্য করে ইসরায়েলি সেনারা টিয়ারগ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ফলে কয়েকজন ফিলিস্তিনি হতাহতের শিকার হন।

এছাড়াও ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের সালফিত শহরস্থ বিদ'আ গ্রামও দখল করতে এসেছিলো সন্ত্রাসী ইসরায়েলের সৈন্যরা। খবর পেয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সেখানকার বেসামরিক জনগণ। এসময় দখলদার ইসরায়েলি সৈন্যরা এলোপাতাড়ি গুলি চালালে আহত হন দুজন ফিলিস্তিনি।

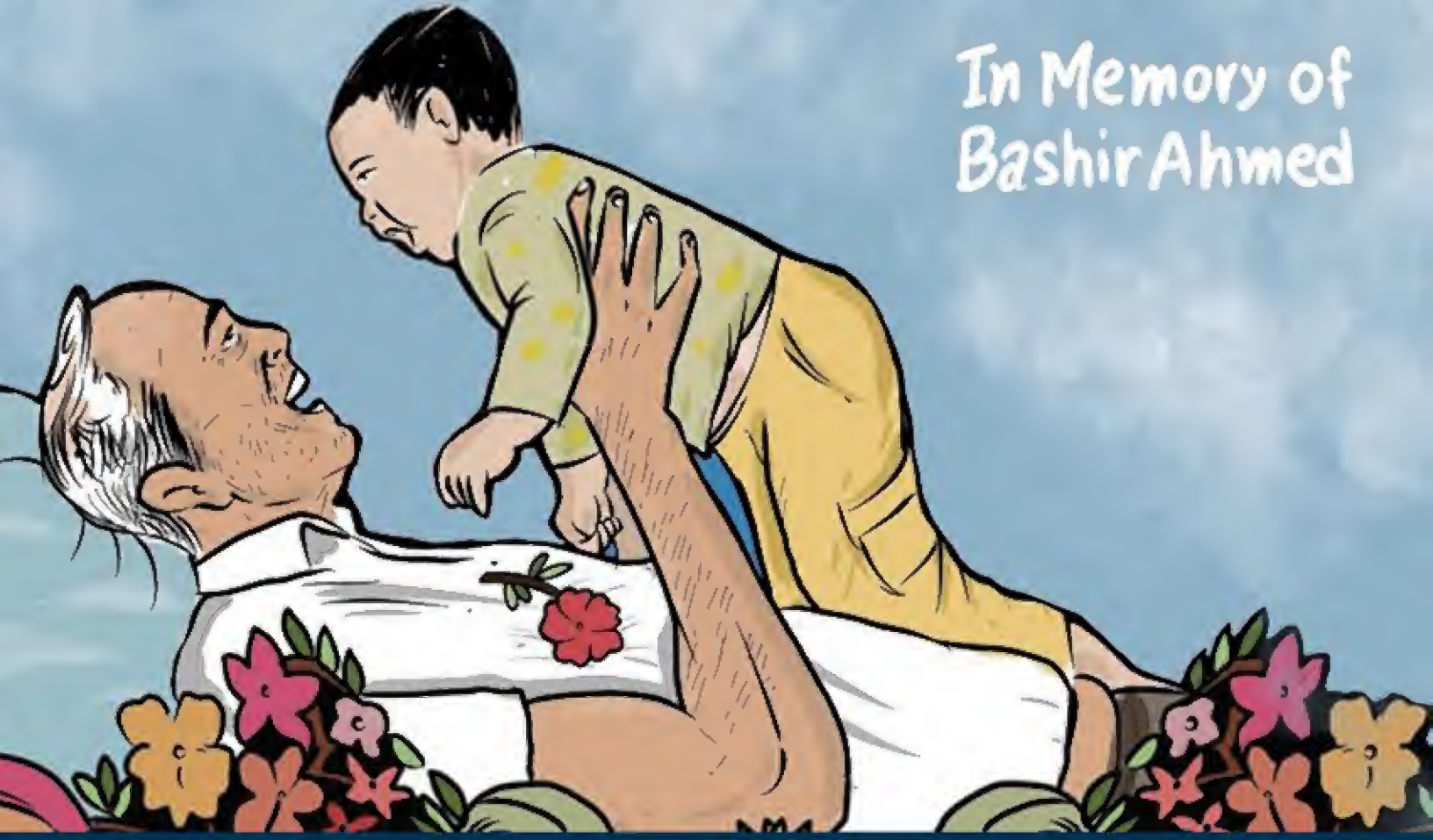

কাশ্মীর

কাশ্মীরে মালাউনদের গুলিতে মারা গেলেন এক নিরপরাধ বৃদ্ধ মুসলিম, চলছে শোকের মাতম

রাস্তায় পড়ে থাকা বশির আহমেদের নিথর দেহ সামাজিক গণমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। অদ্ভুতভাবে এক শিশু বসে আছে তার বুকের উপর, অভাগা এক শিশু। যেকোন দিক থেকেই দেখা হোক না কেন ছবিটি বেশ উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারতীয় মুশরিক বাহিনী কর্তৃক কাশ্মিরে মৃত্যু সর্বব্যাপী হলেও বুধবারের সকালটি ছিলো ব্যতিক্রম। রাস্তায় লাশের উপর বসে থাকা তিন বছর বয়সী শিশু। সামাজিক গণমাধ্যমে এই কাহিনীর অনেক সংস্করণ ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় মালাউন সন্ত্রাসী সেনারা গুলি করে হত্যা করে এইচটিএমের বশির সাহেবকে।

সকাল ছয়টার দিকে নাতিকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন ৬৫ বছর বয়সী বশির আহমেদ খান। তিনি হান্দওয়ারা যাচ্ছিলেন একজন গৃহকর্মীকে নিয়ে আসার জন্য। সোপরি মডেল টাউন এলাকায় মালাউন পুলিশের ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়েন তিনি। পুলিশ অস্বীকার করলেও বশিরের মৃত্যুর জন্য সরকারি বাহিনীকেই দায়ি করছে তার পরিবার। যারা বশিরের বাড়িতে গেছে তাদের সবাই এ ব্যাপারে একমত। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) তাকে গুলি করেছে। সেখানে শোক প্রকাশের জন্য জড়ো হওয়া লোকজনের মধ্যে শরবত বিতরণকারী এক লোক বলেছেন, যখনই মালাউন বাহিনীর কেউ নিহত হয় তখনই তারা কোন নিরপরাধ বেসামরিক লোককে হত্যা করে কথিত প্রতিশোধ নেয়।

নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ডের মুসলিমরদের বাঁচানোর চেষ্টা করেনি পুলিশ, হেনস্থার শিকার স্কার্ফ পড়া মুসলিম নারীরা

ক্রাইস্টচার্চের দুটি মসজিদে সেই ভয়াবহ হামলার দিনটিতে অন্য এক মসজিদে হামলার হুমকির বিষয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে আগেই সতর্ক করেছিলো নিউজিল্যান্ডের মুসলিমরা। হুমকির বিষয়ে জানার পর পুলিশ চাইলে সব মসজিদের নিরাপত্তায় অতিরিক্ত ব্যবস্থা নেয়া যেত বলে মনে করছেন তারা। ইসলামিক উইমেন্স কাউন্সিল অব নিউজিল্যান্ড নামে দেশটির মুসলিম নারীদের একটি সংগঠন দুই মসজিদে ৫১ মুসল্লি নিহত হওয়ার ঘটনা তদন্তে নিয়োজিত তদন্তকারীদের এমন তথ্য জানিয়েছে।

তদন্তকারীদের কাছে দেয়া বক্তব্যে তারা জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ১৫ মার্চ ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে হ্যামিল্টনের একটি মসজিদের বাইরে কোরআন পুড়িয়ে দেয়ার হুমকিসহ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীদের হুমকির বিষয়ে তারা পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে ধারাবাহিকভাবে সতর্ক করে এসেছেন। পুলিশের সদিচ্ছা থাকলে তারা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে পারতো। কিন্তু মসজিদগুলোকে নিরাপত্তা দানে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি নিউজিল্যান্ডের পুলিশ। ইসলামিক উইমেন্স কাউন্সিল তাদের বক্তব্যে বলেছে, পুলিশ, নিরাপত্তা সংস্থা ও সরকারি প্রতিনিধিরা নিউজিল্যান্ডের মুসলমানদের উপর উদীয়মান কট্টর খ্রিষ্টান ডানপন্থিদের হামলার হুমকি আমলেই নেয়নি। সংস্থাটির তথ্যমতে, নিউজিল্যান্ডে মাথায় স্কার্ফ পরা এমন এক মুসলিম নারীকেও পাওয়া যাবে না, যিনি কখনোই জনসম্মুখে হয়রানির শিকার হননি।

ভারত

ভারতে মুসলিম নিধনের ষড়যন্ত্র অব্যাহত, ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটক করা হলো মুসলিম এক্টিভিস্টকে

সারজি উসমানি নামে এক মুসলিম একটিভিস্টকে আটক করেছে উত্তর প্রদেশের মালাউন পুলিশ বাহিনী। কোন প্রকারের ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটক করা হয় তাকে। ভারতে চলমান মুসলিম নিধনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই এই অন্যায় আটক করা হয়েছে বলে মনে করছেন সবাই।

সারজি উসমানকে পুলিশ পরিচয় দিয়ে অজ্ঞাত ৫ জন এসে আটক করে তার বাড়ি আজমঘর থেকে। মুসলমানদের অধিকার নিয়ে খুবই সোচ্চার ছিলেন সারজি উসমান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন এই সংগ্রামী মুসলিমকে মুসলমানদের অধিকার নিয়ে কথা বলার জন্যই আটক করলো মুশরিক প্রশাসন।

বাংলাদেশ

থামছেই না ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসীদের অন্যায় হত্যা, চাঁপাইনবাবগঞ্জে খুন হলো আরেক মুসলিম

ভারতীয় সীমান্ত সন্ত্রাসী কর্তৃক থামছেই না সীমান্তে বাংলাদেশি মুসলিম হত্যা। চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার তেলকুপি সীমান্তে বেধড়ক পেটানোর পর এক বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে ভারতীয় সীমান্তসন্ত্রাসী বাহিনী (বিএসএফ)। নিহত জাহাঙ্গীর (৪৫) শিবগঞ্জ উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের তেলকুপি গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, গত শনিবার সকাল ১০টার দিকে তেলকুপি সীমান্ত ফাঁড়িসংলগ্ন এলাকায় মাঠে পাখি ধরার জন্য অবস্থান করছিলেন জাহাঙ্গীর। এ সময় ভারতের চুরিঅনন্তপুর বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা তাকে জেরা করে। জাহাঙ্গীর বার বার তাদেরকে পাখি শিকারের কথা বললেও বিএসএফ সদস্যরা তাকে চোরাকারবারি বলে সাব্যস্ত করছিল। এ নিয়ে তিনি বিএসএফ সদস্যদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। এসময় বিএসএফ সন্ত্রাসী সদস্যরা তাকে ধরে বেধড়ক পেটানোর পর গুলি করে হত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

বেলজিয়াম

হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করলো বেলজিয়ামের কুফরি আদালত, হাজার হাজার মুসলিমদের ক্ষোভ প্রকাশ

বিশ্ব কুফফার জোটের সাথে মিলে এবার বেলজিয়ামে উচ্চ বিদ্যালয়ে মেয়েদের জন্য হিজাব পরিধান নিষিদ্ধ করেছে দেশটির কুফরি আদালত। ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত কাফির মুশরিকরা আজ সমানভাবেই ঐক্যবদ্ধ। বেলজিয়ামের আদালত তা প্রমাণ করলো আবারও। তবে এ ঘটনায় প্রতিবাদ করেছেন দেশটির মুসলিমরা। রাস্তায় বেড়িয়ে জোরালো প্রতিবাদ করেছেন তারা। বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইনস্ট মুসলিম এর বরাতে জানা যায় উক্ত প্রতিবাদে হাজার হাজার মুসলিম বেলজিয়ামের রাস্তায় জড়ো হয়েছিলেন।

পাকিস্তান

কিস্তানে উম্মাহর প্রতি তেহরিকে তালিবান মুজাহিদগণের বিশেষ বার্তা, ঐক্যবদ্ধ হলেন মুজাহিদগণ

পাকিস্তান ভিত্তিক জিহাদী তানযিম তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান ও তাদের অঙ্গসংগঠন হিসাবে পরিচিত হিজবুল আহরার এর জানবায মুজাহিদিন গত সপ্তাহে পাকিস্তান জুড়ে দেশটির মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৭ টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

এসব অভিযানের মধ্যে বাজুর এজেন্সীতে পরিচালনা করা হয়েছে ৪টি, ওয়াজিরিস্তানে পরিচালনা করা হয়েছে ১ টি এবং খাইবার এজেন্সিতে পরিচালনা করা হয়েছে ২টি অভিযান। যাতে নিহত হয়েছে ১ গুপ্তচরসহ ১৭ সেনা ও পুলিশ সদস্য, আহত হয়েছে এক সংসদসদস্য সহ আরো ৬ সেনা। মুজাহিদদের এসকল অভিযান পরিচালনার সময় বাকি সৈন্যরা নিজেদের জীবন বাঁচাতে চেকপোস্ট ও নিজেদের ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে। সেনাদের পলায়নের পর মুজাহিদগণ ঘাঁটি ও চেকপোস্টগুলো হতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত হিসেবে লাভ করেছেন।

এদিকে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর কেন্দ্রীয় উমারাগণ তাদের অফিসিয়াল উমর মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ ও মুজাহিদদের অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিশেষ বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। বার্তাটিতে বলা হয়েছে, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) জিহাদী বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটি সংগঠন, যা শরীয়ত-ই-মুহাম্মদ (সাঃ) এর স্বার্থে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং এই ত্যাগের ধারাবাহিকতা এখনও চলছে ...।

গত ৬ জুলাই ২০২০ ঈসায়ী সোমবার, তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর প্রাক্তন আমির শহিদ শাইখ হাকিমুল্লাহ মেহসুদ রহিমাহুল্লাহ্ এর সহযোগীরা কমান্ডার মুখলিস ইয়ার হাফিজুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে পুনরায় টিটিপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা টিটিপির বর্তমান সাংগঠনিক আমির মুফতী আবু মানসুর আসীম হাফিজুল্লাহর প্রতি আনুগত্যের বায়াত করেন.. এবং তাঁরা তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আলহামদু লিল্লাহ। এসময় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুজাহিদরা তাদের স্বাগত জানান এবং অন্যান্য সমস্ত জিহাদি দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়ে এই বার্তা দেন যে, এই ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া পাকিস্তানের জিহাদী ময়দানে সফলতা অসম্ভব।

শামে কুফফারদের অভ্যন্তরে হামলা বৃদ্ধি মুজাহিদগণের, গুপ্ত হামলায় মারা গেলো বাশার আল আসাদের ঘনিষ্ঠ সহচর

শাম

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক সময় কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রিত হিমস দ্বীর'আ, ও রাজধানী দামেস্কে গুপ্ত হামলার পাশাপাশি স্নাইপার হামলাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসকল হামলায় টার্গেটে পরিণত হচ্ছে মুরতাদ বাহিনীর সিনিয়র সেনা কমান্ডার ও উচ্চপদস্থ অফিসাররা। হত্যা করা হচ্ছে মুরতাদ আসাদ সরকারের ঘনিষ্ঠ ও কাছের সদস্যদেরকে।

অন্যদিকে মুক্ত এলাকাগুলোর সীমান্তে অবস্থিত শিয়া মুরতাদ বাহিনীর সদস্যদের টার্গেট করে করে হত্যা করছেন আল-কায়েদার যোদ্ধারা। মর্টার, মিসাইল, কামান ও স্নাইপার হামলার পাশাপাশি মাইন হামলাও চালাচ্ছেন মুজাহিদগণ ।বিশ্লেষকরা বলছেন, সিরিয়ায় বিপ্লবের প্রথম দিনগুলোতে যেভাবে যুবকরা আসাদের নিরাপদ স্থান ও ঘাঁটিগুলোতে ঢুকে ঢুকে মুরতাদ বাহিনীর উচ্চপদস্থ সদস্যদেরকে হত্যা করতেন, সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহ দেখে এটাই মনে হচ্ছে যে, বিদ্রোহীদের একটা অংশ এখন সেই পথেই হাঁটতে শুরু করেছেন। তারা শুধু মুক্ত এলাকাগুলোতেই আসাদের সেনা কমান্ডার ও কর্মকর্তাদের টার্গেট করছেননা বরং আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে ঢুকে ঢুকে তাদেরকে হত্যা করছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ৫ জুলাই মুরতাদ আসাদ সরকারের নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে অজ্ঞাতপরিচয়ধারী এক ব্যক্তির স্নাইপার হামলায় নিহত হয়েছে আলী জুব্বল্যাট নামক এক উচ্চপদস্থ সিনিয়র শিয়া অফিসার। এই আলী জুব্বল্যাট ছিল বাশার আল-আসাদের ভাই মাহেরের খুবই কাছের লোক, যার নেতৃত্বে শহিদ করা হয়েছে হাজার হাজার নিরপরাধ সিরিয়ান মুসলিমদেরকে।

অবশেষে আল্লাহর এক বান্দা তাকে তার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছেন। এরপর গত ৯ জুলাই সিরিয়ার ইদলিবের ৩টি স্থানে আল-কায়েদা সমর্থিত মুজাহিদদের পৃথক হামলায় কুখ্যাত নুসাইরী শিয়া আসাদ সরকারের লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদাধারী ৩ মুরতাদ সৈন্য নিহত হয়েছে। এছাড়াও গত সপ্তাহে মুক্ত এলাকা ও আসাদ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মুজাহিদ ও অজ্ঞাতপরিচয়ধারী লোকদের হাতে নিহত হয়েছে আসাদ সরকারের সিনিয়র অফিসার ও লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদাধারী প্রায় ২১ সেনা সদস্য।

খোরাসান

খোরাসানে মুজাহিদদের আক্রমণে হতাহত ১৮৭ মুরতাদ, ৩ টি সামরিক ঘাটি ও ১৪ টি চেকপোস্ট দখলে নিলেন তালিবানগণ

খোরাসানের জিহাদের ভূমিতে চলছে পরিপূর্ণরূপে শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার এক দুর্দান্ত মেহনত। ইলম, দাওয়াহ ও জিহাদের সমন্বয়ে এখানে চলছে শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার এই মহান কার্যক্রম। এই ভূমি ও এর মজলুম জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইসলামি ইমারত প্রতিনিয়ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ক্রুসেডারদের গোলাম মুরতাদ কাবুল বাহিনীর বিরুদ্ধে।

এরই ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে মুজাহিদগণ খোরাসান জুড়ে মুরতাদ কাবুল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েক শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। পোস্তভাষী আফগান সংবাদ মাধ্যমগুলোর সূত্রে জানা যায়, তালেবানদের ৪২ অভিযানে মুরতাদ কাবুল বাহিনীর ১৩৫ সৈন্য নিহত এবং ৫২ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস করা হয়েছে মুরতাদ বাহিনীর ৯টি ট্যাঙ্ক ও ১৬টি অন্যান্য অন্যান্য সামরিকযান। মুরতাদ বাহিনী থেকে বিজয় করা হয়েছে ৩টি সামরিক ঘাঁটি ও ১৪টি চেকপোস্ট।

এদিকে গত সপ্তাহে কাবুল বাহিনী থেকে পদত্যাগ করে তালেবান মুজাহিদদের কাতারে শামিল ও মুজাহিদদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন ১৮৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য। এছাড়াও আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় ২টি এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ৫ হাজার লোক তালেবানদের হাতে বায়াত দিয়েছেন, তারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, সর্বদা তারা মুজাহিদদের পাশে থেকে ইমারতে ইসলামিয়ার শক্তিবৃদ্ধিতে কাজ করে যাবেন, এর জন্য তারা সর্বাত্মক সহায়তাও করবেন।

আফ্রিকা

আফ্রিকায় কুফফারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত আল কায়েদা মুজাহিদদের তীব্র হামলা, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার আল্লাহর শত্রুরা

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক শাখা হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন গত সপ্তাহে সোমালিয়া জুড়ে ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৯টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে ক্রুসেডার পোর্টল্যান্ড বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি, কেনিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি, ইথিউপিয়ান ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৩টি এবং ক্রুসেডার আফ্রিকান ইউনিয়ন এর জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে ২টি সফল অভিযান পরিচালানা করেছেন মুজাহিদগণ। বাকি ১১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে ক্রুসেডারদের গোলাম সোমালীয় মুরতাদ সরকার বাহিনীর বিরুদ্ধে। আলহামদুলিল্লাহ, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের পরিচালিত এসকল সফল অভিযানের ১০টিতেই নিহত হয়েছে ২৬ ক্রুসেডার ও মুরতাদ সৈন্য, আহত হয়েছে আরো ২২ এরও অধিক। এছাড়াও মুজাহিদদের পরিচালিত বাকি ১১টি অভিযানেও ক্রুসেডার ও মুরতাদ বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে কুফফার বাহিনীর ৫টি সামরিকযান ও ১টি মোটরবাইক। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেছেন বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও যুদ্ধসামগ্রী।

এমনিভাবে সোমালিয়ার যুবা রাজ্যের কাসমায়ো শহরে অবস্থিত সোমালীয় মুরতাদ বাহিনীর একটি সামরিক চৌকি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছিলেন মুজাহিদগণ। তীব্র লড়াইয়ের পর মহান রবের অনুগ্রহে মুজাহিদগণ উক্ত সামরিক চৌকিটি বিজয় করতে সক্ষম হন। অপরদিকে সোমালিয়ার প্রতিবেশি দেশ কেনিয়াতেও গত সপ্তাহে মুজাহিদগণ ৪টি সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এর মধ্যে কেনিয়ার জারিসা শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে তীব্র হামলা চালান মুজাহিদগণ। কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ের পর মহান আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে মুজাহিদগণ ক্রুসেডার বাহিনীর জারিসা শহরের প্রধান সামরিক ঘাঁটিটি বিজয় করেছেন। এসময় মুজাহিদদের হামলায় নিহত ও আহত হয় অনেক ক্রুসেডার সৈন্য। মুজাহিদগণ গনিমত লাভ করেন প্রচুর পরিমান যুদ্ধাস্ত্র।

এছাড়াও কেনিয়ার সীমান্ত শহরে অবস্থিত ক্রুসেডার বাহিনীর আরো ২টি ঘাঁটি ও ১টি চেকপোস্টে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে নিহত ও আহত হয়েছে অনেক ক্রুসেডার সৈন্য। অন্যদিকে গত ৭ জুলাই সাবাত নিউজ এজেন্সী প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা গেছে, পশ্চিম আফ্রিকা ভিত্তিক আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন চাঁদের সেনাদের একটি সামরিকযান লক্ষ্য করে সফল বোমা হামলা চালিয়েছেন। মালির কাইদাল রাজ্যে জিএনআইএম এর জানবায মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত বোমা হামলায় চাঁদের সৈন্যদের সামরিকযানটি ধ্বংস হয়ে যায়, আর এসময় সামরিকযানে থাকা চাঁদের ৩ সৈন্য নিহত এবং আরো ১ সৈন্য গুরতর আহত হয়েছে।

এমনিভাবে জাতিসংঘ নামক ক্রুসেড সংঘের সাথে মিলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় চাদিয়ান বাহিনীর অন্য একটি ইউনিটও মুজাহিদদের হামলার শিকার হয়েছে, যার ফলে চাদিয়ান সেনাদের আরো একটি সামরিকযান ধ্বংস হয়ে যায়, এসময় বেশ কিছু সৈন্যও মুজাহিদদের হামলায় হাতাহতের শিকার হয়েছে।

এদিকে গত ৩ জুলাই আফ্রিকা ইনফো এ প্রকাশিত এক সংবাদ সূত্র থেকে জানা গেছে, মালি মুপতি অঞ্চলের বানকাস জেলায় ২০২০ সালের ১ জুলাই বুধবার এক সাথে চারটি মুসলিম গ্রামে আক্রমণ করেছে অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা। এসময় বন্দুকধারীরা ৩৪ জন নিরাপরাধ বেসামরিক মুসলিমকে হত্যা করে। ঐদিন বিকাল ৩টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মুসলিম গ্রামগুলোতে হামলা চালানো হয়। এসকল হামলায় দুটি গ্রামেই নিহত হয়েছেন পর্যায়ক্রমে ১৬ ও ১৪ জন মুসলিম। স্থানীয় এলাকাবাসী জানিয়েছেন যে, বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার পাশাপাশি অপরাধীরা গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

এলাকাবাসী মনে করেন, এসকল হামলায় পূর্বের হামলাগুলোর ন্যায়ই ক্রুসেডার ফ্রান্সের ইশারায় করা হয়েছে, কারণ মালির মুসলিম ক্রুসেডার ফ্রান্স ও তাদের গোলাম মুরতাদ সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছিল এবং মুজাহিদদের সমর্থন দিচ্ছিল। জাতিসংঘের প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী দেশটিতে সশস্ত্র হামলার ফলে এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে (মে পর্যন্ত) কমপক্ষে ৩৮০ বেসামরিক লোক মারা গিয়েছে। সর্বশেষ গত ৩ জুলাই আফ্রিকা ইনফো এর প্রকাশিত এক রিপোর্ট বলা হয়েছে, গত জানুয়ারি থেকে জুনের শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডার ফ্রান্সের ইশারায় এবং মালির মুরতাদ সরকারি বাহিনীর সহায়তায় ৫৮৯ জন নিরাপরাধ মুসলিমকে হত্যা করা হয়েছে।